169899 - রমযান মাসে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা

প্রশ্ন

আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করার পর প্রথমে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। যে শ্রম আপনারা ব্যয় করছেন সে জন্য। আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছি তিনি যেন এ আমল আপনাদের নেকীর পাল্লায় রাখেন। মুসলিম ও অমুসলিম যারাই আপনাদের ওয়েবসাইট দেখেন তাদের সকলকে যেন উপকৃত করেন। আমার প্রশ্নটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ: তিন বছর যাবৎ আমি একটি চাকুরী করছি। এ চাকুরী থেকে আমি ভালমানের বেতন পাই; আলহামদু লিল্লাহ। আমি কবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছি সে সময় হিসাব করার পর স্পষ্ট হল যে, সেটা ছিল 'জুমাদাল আখরো' মাসে। কিন্তু, বিশেষ কোন ইচ্ছা ব্যতীত আমি যাকাত আদায় করেছি রমযান মাসে-- এ ধারণা থেকে যে, আমি যে কোন সময় যাকাত আদায় করতে পারি। এভাবে গত দুই বছর যাকাত আদায় করেছি। এ বছর আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমি কি রমযান মাসেই যাকাত আদায় করব যেভাবে গত দুই বছর আদায় করেছি; নাকি 'জুমাদাল আখরো' মাসে আদায় করব? গত দুই বছর যে বিলম্ব করেছি এতে করে কি আমার উপর কোন কিছু বর্তাবে? অর্থাৎ আমি কি প্রতি মাসের যাকাতের পরিমাণ হিসাব করে যে মাসগুলো বিলম্ব করেছি সে মাসগুলোর যাকাত পরিশোধ করব? উল্লেখ্য, আমি যখন রমযান মাসে যাকাত আদায় করেছি তখন আমি আমার মালিকানায় যত সম্পদ ছিল সকল সম্পদের যাকাত আদায় করেছি। এর মধ্যে যে সম্পদগুলো আমি জুমাদাল আখরো মাসের পরে উপার্জন করেছি সেগুলো আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যাকাত অবিলম্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব; যদি সম্পদ নেসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং নেসাবের এক বছর পূর্ণ হয়। কেউ যদি কোন ওজর ছাড়া বিলম্ব করেন তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর যদি কোন ওজরের কারণে বিলম্ব করেন; যেমন- গরীব কাউকে না পাওয়া; তাহলে অসুবিধা নেই।

ইমাম নববী বলেন: "যাকাত ওয়াজিব হলে ও পরিশোধ করার সক্ষমতা অর্জিত হলে অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব; বিলম্ব করা নাজায়েয। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন: ইমাম মালেক, আহমাদ ও জমহুর আলেম। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: 'যাকাত দাও'। নির্দেশসূচক ক্রিয়া "অবিলম্বে" পালন করার নির্দেশ করে।"[শারহুল মুহায্যাব (৫/৩০৮) সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে (৯/৩৯৮) এসছে:

"যদি যাকাত পরশিোধ করার সময় 'জুমাদাল উলা' মাসে পড়ে সক্ষেত্রে কোন ওজর ছাড়া আমরা যাকাত কি বলিম্ব করে রমযান মাসে পরশিোধ করতে পারব?

জবাব: বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোন শরয়িতসম্মত ওজর ব্যতীত যাকাত পরশিোধে বলিম্ব করা জায়যে নইে; যমেন বর্ষপূর্তরি সময় কোন গরীব না পাওয়া এবং তাদরে কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর না হওয়া কংিবা সম্পদ অনুপস্থতি থাকা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, রমযান মাসরে জন্য যাকাত বলিম্বে পরশিোধ করা জায়যে নয়। তবে যদি সামান্য কছিু সময় হয় তাহলে দরেী করা জায়যে হবে। উদাহরণতঃ বর্ষপূর্তি হয়ছে শাবান মাসরে শষোর্ধে তাহলে রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করতে কোন অসুবধিা নইে।"['আল-লাজনা আদ্দায়মিা ললি-বুহুছ আল-ইলময়িযা ওয়াল ইফতা' থকেে সমাপ্ত]

আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ্ বনি বায, আব্দুল্লাহ্ কুয়ূদ, আব্দুল্লাহ্ বনি গুদইয়ান।

শাইখ উছাইমীনকে যাকাত আদায়ে রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে জবাবে তনিি বলনে: যাকাত অন্যান্য নকে আমলরে মত উত্তম সময়ে হলে উত্তম। তবে, কারো উপর যাকাত যখনই ফরয হয় এবং বর্ষ পূর্ণ হয় তখনই যাকাত পরশিোধ করা এবং দরেী না করা ওয়াজবি। উদাহরণতঃ কারো বর্ষপূর্তি যদি রজব মাসে হয় তাহলে সে রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করবে না; বরং রজব মাসইে পরশিোধ করে দবিে। যদি কারো যাকাতরে বর্ষ মুহাররম মাসে পূর্ণ হয় তাহলে মুহররম মাসে পরশিোধ করে দবিে; রমযান পর্যন্ত দরেী করবে না। আর কারো যাকাতরে বর্ষ যদি রমযান মাসে পূর্ণ হয় তাহলে সে রমযান মাসইে যাকাত আদায় করবে। যদি মুসলমানদরে মাঝে অভাব দখো দয়ে এবং কউে তার যাকাত বর্ষপূর্তরি আগইে পরশিোধ করতে চান তাতে কোন অসুবধিা নইে।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৮/২৯৫)]

দুই:

প্রশ্নকারী ভাই যহেতেু ভুল ধারণার ভত্তিতিে যাকাত পরশিোধে রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করছেনে বষিয়টি জানা না-থাকার কারণে তনিি গুনাহগার হবনে না। এরপর যদি তনিি রমযান মাসে পরশিোধ করে থাকনে তাহলে তার দায়ত্বি শষে এবং দরেী করার কারণে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। তবে এ বছর তনিি "জুমাদাল আখরো" মাসে যাকাত আদায় করবনে; রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করবনে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।